আজকের কাগজ

ঢাকা সোমবার ২৪ শ্রাবণ ১৪১২ ৮ আগস্ট ২০০৫

চাকরি মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী

কর্মসংস্থানভিত্তিক বিনিয়োগই বেকারত্বের অবসান ঘটাতে পারে

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক

শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক বলেছেন, কর্মসংস্থানভিত্তিক বিনিয়োগই বেকারত্বের অবসান ঘটাতে পারে। তিনি বলেন, বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি যেমন জরুরি, তেমনি শ্রম বাজারের সাথে সঙ্গতি রেখে শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নও জরুরি। দেশের বেকারত্ব নিরসনে অনানুষ্ঠানিক শ্রমবাজার সম্প্রসারিত করার প্রয়োজন রয়েছে।

রাজধানীর ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে দু'দিনব্যাপী চাকরি মেলায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মন্ত্রী এ কথা বলেন।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মেলায় বিশেষ অতিথি ছিলেন তথ্যসচিব ড. মাহবুবুর রহমান, এফবিসিসিআই'র প্রেসিডেন্ট আব্দুল আওয়াল মিন্টু, যুব উন্নয়ন অধিদফতরের পরিচালক রমনী মোহন চাকমা প্রমুখ। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব কর্মসংস্থান সোসাইটির চেয়ারম্যান আবু মোহাম্মদ সাঈদ।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে তথ্যসচিব বলেন, সম্মান ও আত্মমর্যাদার সঙ্গে বেঁচে থাকতে উপার্জন প্রয়োজন। উপার্জনের চেষ্টাই কর্মসংস্থান। শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী যোগ্যতা সম্পন্ন প্রার্থী পাওয়া যায় না। এই সুযোগে কয়েক হাজার বিদেশি এদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে নিয়েছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য বক্তারা বলেন, সম্পদ ও সম্ভাবনায় বাংলাদেশ অনেক ক্ষেত্রে এগিয়ে রয়েছে। ব্যাপক কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে নাগরিকদেরও দায়িত্ব রয়েছে। কর্মসংস্থান হতে হবে আত্মকর্মসংস্থানমূলক এবং এর মাধ্যমে সম্পদ সৃষ্টি হবে। শিল্পোন্নয়ন'র পাশাপাশি প্রক্রিয়াজাতকরণ, সেবাখাত, সোশ্যাল ও ইকনোমিক এন্টারপ্রিনার্সশিপসহ অন্যান্য অনেক সেক্টরে ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ ও সম্ভাবনা রয়েছে।

জব ফেয়ার'র উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর দ্বিতীয় সেশনে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি ও ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বাংলাদেশ (আইইবি)'র যৌথ উদ্যোগে কাউন্সেলিং অনুষ্ঠিত হয়। এ কাউন্সেলিং-এ চাকরিপ্রার্থী কিভাবে সিভি তৈরি, আবেদনপত্র বা লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষঅর প্রস্তুতি গ্রহণ করবেন- এই বিষয়ে কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়।

একটি বেসরকারি প্রতিবেদনে দেখা গেছে, দেশে প্রতি বছর প্রায় ২৭ লাখ নতুন মুখ কর্ম বাজারে প্রবেশ করছে। কিন্তু কর্মসংস্থানের সুযোগ হচ্ছে মাত্র ৭ লাখ। গত দশ বছরে দেশে কর্মসংস্থান হয়েছে সরকারি খাতে ৪ শতাংশ এবং বেসরকারি খাতে ৯৫ দশমিক ২ শতাংশ। আবার বেসরকারি খাতের ৮০ দশমিক ৮ শতাংশ অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে। এই সময়ের যুব সংখ্যা ১০ দশমিক ৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেলেও কর্মসংস্থান বেড়েছে মাত্র শূণ্য দশমিক ২ শতাংশ হারে।